বিশেষ প্রতিবেদন

খালেদা জিয়ার ভাষণ বনাম শাসন

‘চারদলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে প্রথমেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা হবে। কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারবে না। কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমন করা হবে। আইনের শাসন প্রবর্তন করা হবে’

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জোটনেত্রী খালেদা জিয়া
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১

আগস্ট মাসে দেশে প্রতিদিন গড়ে একজন মানুষ রাজনৈতিক কারণে খুন হয়েছে। মোট ৩৬ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১ হাজার ৮৯ জন। গড়ে দিনে আট জনেরও বেশি মোট ২৬২ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে গড়ে দিনে চারজনের বেশি...

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

চারদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া। গত বছর ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একদিন আগে অর্থাৎ ২৯ সেপ্টেম্বর তিনি জাতির উদ্দেশে রেডিও-টেলিভিশনে নির্বাচনী ভাষণ দেন। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক নয়টায় তিনি তার ভাষণ শুরু করেন। তার কয়েক মিনিট আগেই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণ শেষ করেছেন। জোট নেত্রী প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী তার বক্তব্য রাখলেন। স্পষ্ট ও দিক-নির্দেশনাপূর্ণ এ ভাষণটি আকৃষ্ট করলো ভোটারদের। বিশেষ করে তরুণ ও নতুন ভোটারদের। তিনি দেশবাসীকে সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধিশালী এক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখালেন। নির্বাচনে জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেল। শুধু বিএনপি পেল ১৯১টি আসন। প্রধানমন্ত্রী হলেন খালেদা জিয়া। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের ৯ দিন পর ১৯ অক্টোবর তিনি আবারও জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দিলেন। তিনি আবারও সাবলীল ভাষায় জনগণকে জানিয়ে দিলেন নির্বাচনের আগে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওয়াদা। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারেও প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি তুলে ধরেছিল। জোট সরকার ইতিমধ্যে একটি বছর অতিবাহিত করেছে। জনগণ এখন মনে করছে জোট নেত্রীর সেই ভাষণের কথা। নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি। জনগণ মিলিয়ে দেখছে, জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার নির্বাচনের আগে দেয়া সেই সাবলীল ভাষণের সঙ্গে আজকের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শাসনের মিল বা পার্থক্য কতোটুকু। তার ভাষণের সঙ্গে শাসনের পার্থক্য কোথায়?

ভাষণ বনাম শাসন

জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৯ সেপ্টেম্বর ভাষণের শুরুতেই শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীসহ মরহুম নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনার জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের অবদান। তিনি বলেন, বিএনপি তথা জোট ক্ষমতায় গেলে কোনো জাতীয় নেতার প্রতি অসম্মান করা হবে না। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে এমনি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। জোট ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই সরকারি অফিস থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলা হয়। যেখানে তোলা হয় জোট নেত্রী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছবি। বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীর ছুটি গত বছর ২৪ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাতিল করা হয়। বাতিল করা হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে দিনটি পালন করার সিদ্ধান্ত। বঙ্গবন্ধুর ছবি অঙ্কিত টাকা থেকে ছবি বাদ দেয়া হয়। সম্প্রতি জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করলে সচেতন জনগণ হতবাক হয়ে পড়ে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রশাসনে যোগ্যতার ভিত্তিতেই

‘নির্বাচনে বিজয়ী হলে সব নেতা-কর্মীদের আন্তরিকতা দিয়ে সব বিভক্তির দেয়াল সরিয়ে নেওয়া হবে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে করা হবে ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ ও নিশ্চিত’

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জোটনেত্রী খালেদা জিয়া
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১

অতীতের মতো পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধীদের দমন-পীড়নের জন্য, মিছিল ও সমাবেশ বন্ধের কাজে

নিয়োগ দেয়া হবে। পদোন্নতি হবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। আমরা ক্ষমতায় গেলে যোগ্যতাই হবে পদোন্নতির মাপকাঠি।

বিএনপি'র ৩২ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে প্রশাসন প্রসঙ্গে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি হবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। অথচ জোট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই প্রশাসন দলীয়করণের ওপর নজর দেয়। দলীয় লোক দিয়ে প্রশাসনের কাজ শুরু করে। তারা দলীয় লোক খোঁজার জন্য প্রথমে নজর দেয় কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি। ছাত্র জীবনে তারা কি করেছে। এরপর গুরুত্ব পায় যারা জিয়াউর রহমানের সময় পিএস ও এপিএস ছিলেন। তাদের দলীয় লোক নিশ্চিত করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হয়। জোট সরকার জনতার মঞ্চের সম্পৃক্ততা ও বিগত সরকারের আনুগত্যের কারণে এ পর্যন্ত তিন শতাধিক কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার কর্মকর্তাকে রদবদল করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে শতাধিক কর্মকর্তাকে।

রেকর্ড গড়েছে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১০ মাসে ১২২ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। দলীয় আনুগত্যের কারণে রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছেন। আওয়ামী সরকার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য বেশ সমালোচিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বর্ষে এসে ৩৭ জন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে ছিলেন। মূলত দলীয়করণের কারণে প্রশাসনে স্থবিরতা নেমে এসেছে। দলীয় আনুগত্য পদোন্নতি ও নিয়োগের অন্যতম মাপকাঠি হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়া প্রতিটি জনসভায় দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার লুটপাটের এক রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা দুর্নীতি সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ আমাদের দেশটি দুর্নীতিতে এক নম্বরে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ক্ষমতায় গেলে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করবো।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯ অক্টোবর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি বলেন, আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি আপনারা একটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের সাহায্য করুন। শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বদনাম ঘোচাতে আমরা কাজ করতে চাই।

তিনি এ সময় বিএনপি ও চারদলীয় জোটের নির্বাচিত সব সংসদ সদস্যকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ এলে আমি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব। সেই ব্যবস্থা হবে দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর।

বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল গঠন করা হবে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিক স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সব প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা আনা হবে। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও মন্ত্রী পর্যায়ের সব লোকের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ ও জনসম্মুখে তা প্রকাশ করা হবে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডেনমার্ক সরকার দুর্নীতির অভিযোগ এনে ফেরি কেনার সাহায্য প্রকল্প আড়াই কোটি টাকা প্রত্যাহার করে। ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত অভিযোগের হাত বাড়ান নৌ পরিবহন মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবরের দিকে। ফেরি কেলেঙ্কারি না ঘুচতেই সরকার জড়িয়ে পড়ে গম কেলেঙ্কারিতে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, ভারত থেকে আনা নিম্নমানের পচা গমই গুদামে তোলা হয়েছে। গম কেলেঙ্কারির সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ে কয়েকজন সংসদ সদস্য, মন্ত্রী আমলার। অথচ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হয় জড়িত খাদ্য কর্মকর্তাদের। মাফ পেয়ে যান দলীয় মন্ত্রী ও সাংসদরা। আগামী বছর দেশ দুর্নীতিতে প্রথম হওয়ার হ্যাটট্রিকের অপেক্ষায় রয়েছে।

দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য ন্যায়পাল গঠনের কোনো উদ্যোগই গত এক বছরে সরকার নেয়নি। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেই। বরং দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে অতীতের মতোই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। উপরের নির্দেশে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর

‘শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষাঙ্গনে পড়ালেখার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের সরকারি অনুদানের একশ ভাগ উন্নীত করা হবে’

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জোটনেত্রী খালেদা জিয়া

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় আনুগত্যের লোকদের উপাচার্য করতে গিয়ে বেছে নেয়া হয় অগণতান্ত্রিক পথ। ব্রিটিশ আমলের একটি কালো আইন দিয়ে নির্বাচিত উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতিত উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখল করেন। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয় ছাত্রদল ক্যাডাররা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল দখলের জন্য এরা প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দেয়

কর্মকর্তারা একের পর এক মামলা করছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৫৩টি মামলা দিয়েছে। এর মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রয়েছে ৫টি মামলা। বাকি ৪৮টি মন্ত্রী, সাংসদ ও অন্যদের বিরুদ্ধে। এক বছর পর মন্ত্রী, এমপি এমনকি প্রধানমন্ত্রীও তার সম্পদের হিসাব জনগণের কাছে প্রকাশ করেননি।

নির্বাচনের আগে প্রতিটি জনসভায় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ শাসনামলে সৃষ্ট সন্ত্রাসের তীব্র সমালোচনা করেছেন। জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, চারদলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে প্রথমেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা হবে। কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারবে না। কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমন করা হবে। আইনের শাসন প্রবর্তন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯ অক্টোবর ভাষণ দিয়ে গিয়ে খালেদা জিয়া পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশে বলেন, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আমি আইন অনুযায়ী নির্ভয়ে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিচ্ছি। সন্ত্রাসীদের প্রতি কারো কোনো দুর্বলতা কোনোভাবে প্রকাশ পেলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। বিএনপি ও চারদলীয় সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের ওপর আহ্বান, কোথাও কোনোভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।

বখাটেদের উৎপাতে আত্মহুতি দিলেন সিমি

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও সর্বাধিক সন্ত্রাস দমনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে সরকার গঠনে সক্ষম হলে বিএনপি’র প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান ও মাল নিশ্চিত করা। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে আমরা যেকোনো মূল্যে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনবো। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবো। হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ধর্ষণের মতো অপরাধ দমন করে দেশকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবো। এই লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথার্থ প্রশিক্ষণ, যোগ্য, শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হবে। অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের সকল উৎস বন্ধ করা হবে। প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হবে জনগণের সেবক, শাসক নয়।

আজকের বাস্তব চিত্র প্রতিশ্রুতির ঠিক উল্টো। ক্ষমতায় এসেই জোট সরকারের নেতা-কর্মীরা নেমে পড়ে দখলের রাজনীতিতে। প্রথম এক মাসেই রাজধানীর টার্মিনাল থেকে গণশৌচাগার পর্যন্ত দখল হয়ে পড়ে। চাঁদাবাজি সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে। সংসদ সদস্য সালাউদ্দীনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধ সুস্পষ্ট চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসের

‘পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আমি আইন অনুযায়ী নির্ভয়ে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিচ্ছি। সন্ত্রাসীদের প্রতি কারো কোনো দুর্বলতা কোনোভাবে প্রকাশ পেলে তাকে ক্ষমা করা হবে না’

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

১৯ অক্টোবর, ২০০১

পুলিশ সেবক নয়, পুলিশ হয়ে উঠেছে সংবিধান ও মানবাধিকারের প্রতিরোধক। বাড়ি থেকে ধরে এনে পুলিশ কাপাসিয়ার ছাত্রলীগ কর্মী জামালকে মেরে ফেলেছে। পুলিশ রিমান্ডে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে মৃত্যুর হার। মনগড়া মিথ্যা মামলা ও ফরোয়ার্ডিং মামলার মধ্যে জড়ানো হচ্ছে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের

কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন লালবাগের সংসদ সদস্য নাসির উদ্দীন পিন্টু। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি আবার ছাড়াও পেয়ে যান। গত কয়েক মাসে চার জন সরকার সমর্থক ওয়ার্ড কমিশনার রাজধানীতে নিহত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ও বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা আগস্ট মাসের ওপর তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত আগস্ট মাসে দেশে প্রতিদিন গড়ে একজন মানুষ রাজনৈতিক কারণে খুন হয়েছে। আগস্ট মাসে দেশে রাজনৈতিক কারণে ৩৬ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১ হাজার ৮৯ জন। গড়ে দিনে আট জনেরও বেশি মোট ২৬২ জন খুন হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে গড়ে দিনে চারজনের বেশি। আগস্ট মাসে দেশে ১৩১ জন নারী ও শিশু ধর্ষিতা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্যে বলা হয়েছে, গত মাসে সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী, সশস্ত্র গ্রুপের হাতে আট জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে পাঁচ জন। গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র একজন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে শুধু এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ৪১ জন। যৌতুকের কারণে ১৮ জন নারী নিহত ও ১২ জন নিখোঁজ হয়েছে।

জোট সরকারের শাসনে বাড়ছে অপহরণের ঘটনা। অপহরণ করে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে স্কুলছাত্র শিহাবকে। বাবার কোলে প্রাণ হারায় শিশু নওশিন। অতীতের মতো সম্প্রতি পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিরোধীদের দমন-পীড়নের জন্য, মিছিল ও সমাবেশ বন্ধের কাজে। পুলিশ সেবক নয়, পুলিশ হয়ে উঠেছে সংবিধান ও মানবাধিকারের প্রতিরোধক। বাড়ি থেকে ধরে এনে পুলিশ কাপাসিয়ার ছাত্রলীগ কর্মী জামালকে মেরে ফেলেছে। পুলিশ রিমান্ডে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে মৃত্যুর হার। মনগড়া মিথ্যা মামলা ও ফরোয়ার্ডিং মামলার মধ্যে জড়ানো হচ্ছে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের।

স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গে খালেদা জিয়া বলেন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। যাতে কাজের জন্য মানুষকে শহরমুখী হতে না হয়। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর কর্মক্ষম, গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থায় উন্নীত করা হবে। অথচ বর্তমান সরকারের কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার কাঠামোর অন্যতম ভিত্তি ইউনিয়ন পরিষদ ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। চলছে গ্রাম সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। ইউনিয়নের সকল বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে। ফলে ইউনিয়ন কার্যত নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

নির্বাচনের আগে বিএনপি অবাধ তথ্য প্রবাহের ওপর জোর দিয়েছে। ফেনীর সাংবাদিক টিপুর নির্যাতনের বিষয়টি বার বার তুলে এনেছে। রেডিও, টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে খালেদা জিয়া বিগত আমলে রেডিও, টেলিভিশনের দলীয়করণের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে জোট সরকার রেডিও ও টেলিভিশনকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তাবিধান করা হবে। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছে, অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে সরকারি রেডিও ও টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে যথার্থই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। বেসরকারি উদ্যোগে দায়িত্বশীল রেডিও-টিভি প্রতিষ্ঠা করা হবে। সংবাদপত্র প্রকাশকে উৎসাহিত করা হবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও লেখনীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯ অক্টোবর দেয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, আমি লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের রূপ পাল্টিয়ে তাকে বিএনপির চ্যানেলে পরিণত করার চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। আমি টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার কর্মীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করছি, আপনারা ব্যক্তি বন্দনা করবেন না। প্রয়াত ব্যক্তির বন্দনা এবং জীবিত ব্যক্তির তোষামোদ থেকে বেরিয়ে আসুন। না হলে প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে জীবিত ব্যক্তির অবস্থান দুর্বল হয়। একই সঙ্গে আমি অনুরোধ করছি, ক্ষমতায় এসে নতুন সরকার অর্থনৈতিক

‘জোট ক্ষমতায় গেলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের নিশ্চয়তা দেয়া হবে। কারো প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না’

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জোটনেত্রী খালেদা জিয়া

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১

জোট সরকার নির্বাচনে বিজয়ী হবার পরই পাল্টে যায় প্রত্যন্ত জনপদের চিত্র। বরিশাল, সাতক্ষীরা, যশোর এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন নেমে আসে। চট্টগ্রামের রাউজানে সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয় স্থানীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ও সামাজিক সমস্যার মোকাবেলা করছে, সে বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করুন।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবার আগে রূপ পাল্টে ফেলেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। দলীয়করণে তারা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। বিটিভির খবরে জোট নেত্রী ও মন্ত্রীর শুধুই বন্দনা করা হয়। জাতীয় ঘটনা স্থান পায় না। সরকারের রেডিও ও টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ করছে জাসাসের কতিপয় নেতা। নিষিদ্ধ হয়েছেন দেশের বরেণ্য শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই। তথ্য মন্ত্রণালয় রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে এখনও কিছুই ভাবছে না। আদালতের রায়ে দেশের প্রথম বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে বন্ধ হয়ে গেছে। জনপ্রিয় এ টিভিটি রক্ষার জন্য সরকার ন্যূনতম চেষ্টা করেনি। বরং জোট সরকার মদদ যুগিয়েছে টিভি চ্যানেলটি বন্ধের জন্য। বেকার হয়ে পড়েছে ইটিভির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েক হাজার লোক। ইলেকট্রনিক নিউজে অলিখিত সেন্সর চলছে সর্বত্র। বাসস থেকে ২১ জন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সরকারবিরোধী সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সংকুচিত করা হচ্ছে। আজ এ দেশ সাংবাদিকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট এবং রিপোর্টার্স স্যানস ফ্রন্টিয়ার্স যৌথভাবে সাংবাদিক নির্যাতনের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের প্রথম আট মাসে দেশে ১৪৫ জন সাংবাদিক নানা ভয়ভীতি, হুমকি, নির্যাতন, হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে একজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ১৬ জনকে প্রেসক্লাব বা সংশ্লিষ্ট পত্রিকা অফিসে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। চারজন সাংবাদিককে রিপোর্ট প্রকাশের জন্য পুলিশ আটক করে হয়রানি করছে। নড়াইলে মুফতি শহিদুলকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় ১০ সেপ্টেম্বর জনকণ্ঠের নড়াইল প্রতিনিধিকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। নড়াইল প্রতিনিধি রিফাত বিন তুহা এখন নড়াইলে থাকতে পারছেন না। প্রথম আলো মঠবাড়িয়া প্রতিনিধির বাড়িতে সরকারবিরোধী সংবাদ প্রকাশের জন্য হামলা চালানো হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিবির ক্যাডাররা কয়েকজন সাংবাদিককে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়েছে। সাতক্ষীরার ছাত্রদল ও যুবদলের চাঁদাবাজির রিপোর্ট ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্ট প্রকাশের পর ভোরের কাগজ সাতক্ষীরা প্রতিনিধির ওপর নেমে আসে নির্যাতন। শহরে মাইকিং করে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। মন্ত্রীর নামের আগে মাননীয় ও শেষে সাহেব না লেখায় দৈনিক করতোয়ার একজন সাংবাদিককে মন্ত্রীর পোষ্য ক্যাডাররা মারধর করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকরা ছাত্রদল-শিবিরের ভয়ে আজও সংবাদ পরিবেশন করতে পারছেন না। কুষ্টিয়ার সংসদ সদস্য আহসানুল হক মোল্লা ওরফে পচা মোল্লার মন্ত্রী হবার দুই দিন পর তার পুত্র ও ক্যাডারবাহিনী যুগান্তরের দৌলতপুর প্রতিনিধি জহুরুল ইসলামের বাড়ি ভাঙচুর করে। তার বাগানের তিনশ’ বাঁশ কেটে নিয়ে আসে।

খুলনার দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র রিপোর্টার হারুন-অর-রশিদ খোকন ২ মার্চ দৌলতপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে নেয়া হয়েছে ফরিদপুরের সাংবাদিক বেলায়েত হোসেনের।

জোটনেত্রী নির্বাচনের আগে দেয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে কৃষকের স্বার্থের কথা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। তিনি বলেন, জোট সরকার ক্ষমতায় গেলে অবহেলিত কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে। কৃষকের দোরগোড়ায় উন্নত বীজ,

সার, কীটনাশক সহজ মূল্যে পৌঁছে দেয়া হবে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে।

বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছে, কৃষি উপকরণসহ সার, উন্নত বীজ, সেচযন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। কৃষি ও কৃষকের কল্যাণের জন্য কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করা হবে। সার, বীজ, সেচ ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

অথচ এ সরকারের শাসনামলে প্রথমবারের মতো উৎপাদিত পাটের মূল্য কৃষক পায়নি। কৃষককে এ বছর পাট বিক্রি করতে হয়েছে দুইশ' থেকে দুইশ' পঁচিশ টাকা দরে। অথচ গত বছরে তারা সাড়ে তিনশ' টাকা থেকে চারশ' টাকা প্রতি মণ পাট বিক্রি করেছে। প্রতি মণ পাট বিক্রিতে এ বছর কৃষকের প্রায় ৭০/৮০ টাকা লোকসান হয়েছে। বাজারে চালের মূল্যে ঊর্ধ্বগতি থাকলেও কৃষক ধানের মূল্যে পাচ্ছে না। সার ও কীটনাশকের দাম বাড়ছে। কমিশন না থাকায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ডাই এমোনিয়াম ফসফেট সার কারখানার জন্য গ্রহণ করা ডিএপি-২ প্রকল্প।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ওপর বিএনপি নির্বাচনের প্রচারের বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। খালেদা জিয়া তার ভাষণে বলেছিলেন, শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষাঙ্গনে পড়ালেখার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। ভাষণে তিনি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের সরকারি অনুদানের একশ ভাগ উন্নীত করার অঙ্গীকার করেন।

বিএনপি তার ৩২ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে শিক্ষাঙ্গন প্রসঙ্গে বলেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই দেশের প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রারসহ শীর্ষ পদগুলোতে দলীয় লোকজন বসিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছাত্রলীগ ক্যাডারদের খুন, ধর্ষণ, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিতে পরিণত হয়েছে। ইশতেহারে বলা হয়, জোট সরকার ক্ষমতায় এলে বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষাঙ্গ সন্ত্রাস, দুর্নীতি অনাচার থেকে মুক্ত করবে। ফিরিয়ে আনা হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ। সব বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলকে সরকারি করা হবে। বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অনুদান ১০০% করা হবে। বেসরকারি শিক্ষকদের আবসরগ্রহণকালে গ্র্যাচুইটি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অথচ জোট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ জটিল হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় আনুগত্যের লোকদের উপাচার্য করতে গিয়ে বেছে নেয়া হয় অগণতান্ত্রিক পথ। ব্রিটিশ আমলের একটি কালো আইন দিয়ে নির্বাচিত উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতিত উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখল করেন। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয় ছাত্রদল ক্যাডাররা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল দখলের জন্য এরা প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দেয়। ছাত্রদল ক্যাডাররা শুরু করে চাঁদাবাজি সাধারণ ছাত্রদের ওপর নির্যাতন। প্রশাসনের দলীয়করণে ভেঙে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শৃঙ্খলা। এক বছরে দুইবার বন্ধ হয়েছে বুয়েট। আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আজও পূরণ হয়নি বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের একশ' ভাগ বেতনের দাবি। তারা মাঝে মাঝে আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এ বছর নতুন করে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সরকারিকরণ হয়নি।

জোটনেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে প্রায় জনসভায় নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার অঙ্গীকার করেন। জাতির উদ্দেশে দেয়া ২৯ সেপ্টেম্বরের ভাষণে তিনি এই প্রতিশ্রুতির কথা জোর দিয়ে বলেন। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হবে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়টি আজও ঝুলে আছে। উচ্চ আদালত সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে সরকার গড়িমসি করছে। বার বার উচ্চ আদালতের কাছে সময় বাড়ানোর দাবি করছে। এ কারণে বিচার বিভাগকে পৃথক করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে প্রণীত জননিরাপত্তা আইনের প্রতি বিএনপি তীব্র সমালোচনা করেছে। নির্বাচনের আগে দেয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে খালেদা জিয়া বলেন, জোট ক্ষমতায় গেলে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি হুমকিসহ কালো আইন বাতিল করবে। বাতিল করা হবে '৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জননিরাপত্তা আইন। ক্ষমতায় যাবার পর দ্রুত মানবাধিকার কমিশন গঠন করবে,। বিএনপির ইশেতহারে এই আইনগুলো বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। জোট সরকারের এক বছর অতিবাহিত হলেও বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং অভিযোগ রয়েছেন এ সরকার এই কালো আইনটির অপব্যহার বেশি করছে। এই আইনের আওতায় অগণিত বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। জননিরাপত্তা আইন বাতিল করলেও আরো বিতর্কিত একই আইন সরকার প্রণয়ন করেছে। মানবাধিকার কমিশন গঠনের ন্যূনতম কোন উদ্যোগ নেই।

নির্বাচনের আগে জোটনেত্রী তার ভাষণে বলেন, জোট ক্ষমতায় গেলে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হবে। নারীর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, সংসদে নারীদের আরও কার্যকর ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সংসদ নির্বাচনের এক বছর পরে সংসদে মহিলা আসন শূন্য রয়েছে। সরকার মহিলা আসন পূরণের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কোনো বিলের খসড়াও প্রণীত হয়নি। নারী নির্যাতন বাড়ছে। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ও বাংলাদেশ মানবধিকার সংস্থার আগস্ট মাসের ওপর প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। গত আগস্ট মাসে ১৯৭ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৫ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ১৬ জন নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়েছে। ১৬ জন করছে আত্মহত্যা।

জোটনেত্রী তার বক্তব্যে বলেছিলেন, যুব

জোট সরকারের এক বছরের মাথায় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়েই চলছে। এক কেজি সয়াবিন তেলের দাম ৫০ টাকা। এক বছরে দাম বেড়েছে ১৬ টাকা। প্রতি কেজি চালে দাম বেড়েছে ৩/৪ টাকা । সবজি ক্রমেই সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে

সমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আগামীতে কম্পিউটার টেকনোলজি আইটির ক্ষেত্রে অধিক জোর দেয়া হবে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহিত করে সকল অবকাঠামোগত উন্নয়নের গুরুত্ব দেয়া হবে।

বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। গুরুত্ব আরোপ করেছে কারিগরি শিক্ষার। ইশতেহারে বলা হয়, তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতি উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইনফরমেশন হাইওয়েতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অথচ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে সব সরকারি নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। প্রক্রিয়াধীন দুটি বিসিএসের ফল আজও প্রকাশিত হয়নি। এক বছরে একটি নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়নি। বরং বন্ধ হয়েছে বহু প্রতিষ্ঠান। বেকারের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে প্রতিদিন নতুন মুখ। যুব সমাজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সাইফুর রহমান তার বাজেটে ছাগল প্রকল্পের জন্য শত কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। অথচ কম্পিউটারের ওপর বসানো হয় অতিরিক্ত শুল্ক। পরে অবশ্য বিভিন্ন মহলের চাপে সরকার কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নিয়েছে। নেদারল্যান্ড সরকারের ১৯০ কোটি টাকার স্কুলে কম্পিউটার দেয়া প্রকল্পটি কমিশন না থাকায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে গৃহীত প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। সাতটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এখন স্থগিত। অনিয়মের অভিযোগ এনে বিদেশী প্রকল্প বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের চলছে টানাপড়েন। পরিস্থিতির অবনতির কারণে দেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে সাহস পাচ্ছে না। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চলছে স্থবিরতা, ব্যাংকে বাড়ছে অলস তহবিল। বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি ও জীবন যাত্রার ব্যয়। রপ্তানি হয়ে পড়ছে হতাশাজনক। তবে আশার কথা, রিজার্ভ বেড়েছে, রিজার্ভ এখন প্রায় ১৮০ কোটি ডলার।

নির্বাচনী বক্তব্যে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় গেলে আমরা গরিব জনগোষ্ঠীর মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাবো। তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার কথা বলেন।

অথচ জোট সরকারের এক বছরের মাথায় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়েই চলছে। এক কেজি সয়াবিন তেলের দাম ৫০ টাকা। এক বছরে দাম বেড়েছে ১৬ টাকা। প্রতি কেজি চালে দাম বেড়েছে ৩/৪ টাকা । সবজি ক্রমেই সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। বাড়ছে পরিবহন ব্যয়। এক বছরে কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাসের বিল। সাধারণ মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে ব্যয় বাড়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশে নির্বাচনী ভাষণে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য পৃথক মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় খোলা হবে। প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী মন্ত্রণালয়। গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়নের জন্য গার্মেন্টস মন্ত্রণালয় খোলা হবে। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারেও এই তিনটি মন্ত্রণালয় খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইতিমধ্যে জোট সরকার মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় খুলেছে। প্রবাসীদের জন্য হয়েছে পৃথক মন্ত্রণালয়। গার্মেন্টসের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় খোলার কোনো উদ্যোগই সরকারের নেই। দেশে সবচেয়ে বেশি অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার খাত গার্মেন্টস সেক্টর। ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার পর এ সেক্টর নাজুক অবস্থায় পড়ে। বন্ধ হয়ে গেছে ১২০০ গার্মেন্টস কারখানা। ২০০৫ সালে কোটা উঠে যাবার পর গামেন্টস সেক্টরের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে জোট সরকারের যেন কোনো ভাবনা নেই।

বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছে, দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অথচ দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

খালেদা জিয়া তার নির্বাচনী ভাষণে বলেন, বাংলাদেশে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। জোট ক্ষমতায় গেলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের নিশ্চয়তা দেয়া হবে। কারো প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, জাতি-ধম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারসমহ সব অধিকার সর্বোতো-ভাবে রক্ষা হবে। সব সাম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে। অন্য সব পাহাড়ি ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও তাদের চাকরিসহ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা হবে।

জোট সরকার নির্বাচনে বিজয়ী হবার পরই পাল্টে যায় প্রত্যন্ত জনপদের চিত্র। বরিশাল, সাতক্ষীরা, যশোর এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন নেমে আসে। নির্বাচনের পর সরেজমিনে বরিশাল এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, হিন্দু অধ্যুষিত অনেক গ্রামই পুরুষশূন্য। বাড়ি-ঘরে আক্রমণ হয়েছে।

চট্টগ্রামের রাউজানে সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয় স্থানীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। গত বছর ১৬ নবেম্বর সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহরী। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি চলছে। আতঙ্কে রয়েছে সিলেটেই খাসিয়ারা। প্রাণ হারিয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু পুরোহিত।

জোটের শাসন: পেছনমুখী যাত্রা

ঘন্টাব্যাপী ভাষণের শেষ দিকে এসে জোটনেত্রী খালেদা জিয়া বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী হলে সব নেতা-কর্মীদের আন্তরিকতা দিয়ে সব বিভক্তির দেয়াল সরিয়ে নেওয়া হবে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে করা হবে ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ ও নিশ্চিত। জোট সরকার গঠন করতে পারলে বাংলাদেশকে স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ ও সুখী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

আজকের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে মনে হবে, জোটনেত্রী তার বক্তব্যের সেই পংক্তিগুলো ভুলেই গেছেন। জোট নেতা-কর্মীদের কর্মকান্ডে বিভেদ ক্রমেই জটিল হচ্ছে। জোটের সশস্ত্র ক্যাডাররা হামলা করছে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে। বরিশালে তারা আওয়ামী লীগের সমাবেশ হতে দেয়নি। থমকে গেয়েছে দেশের উন্নয়ন। দেশ ক্রমেই ছুটছে পেছনদিকে। জোটনেত্রী খালেদা জিয়ার ভাষণের সঙ্গে শাসনের পার্থক্য দেখে জনগণ হতবাক হয়ে পড়ছে।